অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

ধারাবাহিক উপন্যাস

সিলমোহর রহস্য

পর্ব ৫

দেবাঞ্জন মুখার্জি

শুধু ছোটমামা মামির সাথে কি যেন আলোচনা করে এসে বলল, শোনো ইন্দ্র, কাল তো রবিবার, কালকের দিনটা থেকে যাও। এবার যা পরিস্থিতি, থার্টি ফার্স্ট নাইট আর হবে না। কাল মাংস আনব। বাড়িতেই ফ্রায়েড রাইস আর মাংস দিয়ে ফিস্ট হবে।

না, আমার কলকাতায় জরুরি কাজ আছে বলে ইন্দ্র ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চাইলেও ছোটমামা রাজি হল না কিছুতেই। বাড়ির বাকিরা সেভাবে তাঁকে সমর্থন না করা সত্ত্বেও।

শেষে দুটো কথা ভেবে ইন্দ্র থেকে যেতে রাজি হল। এক, যে কাজের জন্য সে ফিরতে চাইছে অর্থাৎ মনার ছোটদাদুর সব ক্লায়েন্টদের সাথে সামনাসামনি বা ফোনে কথা বলা, সেটার সুযোগ বিশেষ হবে না আগামীকাল, কারণ রবিবার কলকাতার বেশিরভাগ অফিসই বন্ধ। মফস্বলে তো বটেই। আর দুই, কালকের দিনটায় আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর সে খোঁজার চেষ্টা করবে। বড়মামা উত্তর দিলে ভাল, না হলে অমিয়বাবু তো আছেনই।

পরদিন বেশ ভোর ভোর ইন্দ্র হাঁটতে বেরোল। শীতকালের ভোর, তাও গ্রামাঞ্চলে একটা দারুন ব্যাপার। ইন্দ্রর ছোটবেলা কেটেছে মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে। সেখানকার শীতের ভোরের দৃশ্য কলকাতায় সে খুব মিস করে। আজ কিন্তু আবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দূরের গাছের সারি গলা অবধি কুয়াশার কম্বল গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যত আকাশে আলো ফুটবে ততই হালকা হবে ওই কুশায়ার আস্তরণ।

হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্র টুর্নামেন্টের মাঠে গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে তখন দুটো সাইকেল ভ্যান থেকে চোঙ, মিউজিক সিস্টেম আর সাউন্ড বক্স নামছে। মাঠের একধারে রাখা আছে বাঁশ আর তক্তা। আজ তিরিশ তারিখ। রাজুর দল একদিন আগে থেকেই মাঠ দখল করে নিয়েছে। ইন্দ্র অনুমান করল, আগামীকাল রাত্রে এখানে একটু অন্যরকমভাবে থার্টি ফার্স্ট নাইট উৎযাপন করা হবে। একটা কথা ভেবে মুহূর্তের জন্যে মনটা খারাপ হল ইন্দ্রর। তবে সে দ্রুত সেই চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে মনার ছোটদাদুর ঘটনা নিয়ে ভাবতে লাগল। একটু একা বসে চিন্তা করার জন্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। বাড়িতে মনা সারাক্ষণ প্রশ্ন করে করে এত উৎপাত করে যে, ঠাণ্ডা মাথায় একটা কিছু যে ভাববে, সেই সুযোগই নেই।

ইন্দ্র মাঠ পেরিয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসল। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ পুকুরের স্থির জলের দিকে। কী কী হয়ে থাকতে পারে দাদুর জিনিসটার সাথে? অন্য কারোর কাছে জিনিসটা চলে গেছে কিনা সেটা হয়তো কাল জানা যাবে। কিন্তু তা যদি না যায়? জিনিসটা কি তাহলে ওই বাড়িরই কেউ সরিয়ে রেখেছে? এটা ভাবতে খারাপই লাগছে ইন্দ্রর, কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনাই তো খতিয়ে দেখতে হবে। সরালে কে সরাতে পারে? ছোটমামা এবং বড়মামা নয়। তবে কি মেজমামা? ইন্দ্র খেয়াল করার চেষ্টা করল গত তিন বছর সে যে এই বাড়িতে এসেছে, মেজমামাকে কেমন দেখেছে। না, খারাপ লোক বলে মনে করা যাচ্ছে না। মেজমামা একটু গানপাগল লোক। ওনার আলোচনা মানেই নতুন কোন আর্টিস্ট ভাল গাইছে, ভাল কী সিডি বেরিয়েছে, এইসব। এই বাড়িটা পুরানো আমলের হলেও মেজমামার ঘরে একেবারে হাই ফাই মিউজিক সিস্টেম আছে। ইন্দ্রকে ঘরে ডেকে নানান ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টাল আইটেম শুনিয়েছেন মেজমামা। ইন্দ্রর মনে পড়ল, গত বছর শীতেই একদিন দুপুরে সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এমন সময় মেজমামা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বাজারে তাঁর অনেক গুলো টাকা আটকে রয়েছে। সেগুলো যদি পেতেন বাড়িটা সারানোর জন্যে কিছুটা সাহায্য করতে পারতেন। বড়মামার সাথে রীতিমতো সিরিয়াস আলোচনা হয়েছিল তাঁর, কিভাবে কী করা যেতে পারে তাই নিয়ে। সেই মেজমামাই তাঁর ছোটকাকুর গুপ্তধন হাতিয়ে একা ভোগ করবেন, এটা ঠিক...

হঠাৎ ইন্দ্রর মাথায় যেন ফ্ল্যাশ বাল্বের ঝলকানি দেখা দিল একটা। মনার ছোটদাদুর বন্ধু এই বাড়িতে এসে সব কিছু দেখে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কেউ জিনিসটা তাঁর হাতে তুলে দিতে চেয়ে যোগাযোগ করেছে কিনা সেটা জানা দরকার। ইন্দ্রর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। দাদুর বন্ধু দিল্লিতে থাকেন, এই মুহূর্তে মনার মেজমামাও দিল্লিতে। ভাবতে যতই খারাপ লাগুক, সম্ভাবনার দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। টাকার লোভে মানুষকে আমূল বদলে যেতে দেখেছে ইন্দ্র। ভাই ভাইকে খুন করেছে সম্পত্তির লোভে। এমন ঘটনার কথা প্রায়ই জানা যায় খবরের কাগজে। মেজমামা যদি সেই জিনিস হাতিয়ে থাকেন আর ওই বুড়োর সাথে যোগাযোগ করে থাকেন তাহলে বুড়োর দিক থেকে সন্দেহের কোনো কারণ থাকবে না। বাড়িরই কোনো সদস্য জিনিসটা তাঁর হাতে তুলে দিলে তিনি নির্দ্বিধায় টাকাটা দিয়ে দেবেন।

ইন্দ্র উঠে পড়ল। দিদির ওই বুড়োর একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার তাকে জোগাড় করতে হবে। সন্দেহটা যখন হয়েইছে, সেটা ঠিক না ভুল, পরখ করে নেওয়া ভালো। মেজমামা যদি নাও হন, অন্য কোনও ব্যক্তি যোগাযোগ করেছে কিনা সেটা অন্তত জানা যাবে। আরও একটা ব্যাপারে খুব কৌতূহল বাড়ছে ইন্দ্রর। সেই স্ট্যাম্পটা, যেটা দাদু তাঁর বন্ধুর জন্যে তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেটা সে একবার দেখতে চায়। চোখে দেখা অবশ্য সম্ভব নয়, কারণ জিনিসটা আছে দিল্লিতে। কিন্তু ওই ভদ্রলোককে রিকোয়েস্ট করে একটা ছবিও যদি কোনওভাবে... সেটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ইন্টারনেট আছে তো।

বড়মামাকে ফাঁটানোর ইচ্ছে ইন্দ্রর ছিল না। কিন্তু সম্ভাট নেপোলিয়ান সকাল সকাল খাসি শিকারে বেরিয়েছেন। আজ প্রাসাদে ভোজসভা আছে। তারই আয়োজনে তিনি ব্যস্ত। তাই সাহস করে ইন্দ্র বড়মামার কাছেই গেল। সে বেশ কড়াধমক খাবে ধরে নিয়েই কথাটা পেড়েছিল। কিন্তু তেমনটা হল না। ইন্দ্র ছোটদাদুর বন্ধুর সাথে কথা বলতে চায় শুনে বড়মামা কেমন যেন হ্যালোজেন থেকে ডিমলাইট হয়ে গেলেন।

'তু.. তুমি ওনার সাথে কথা বলবে!' ফ্যাল ফ্যাল করে ইন্দ্রর দিকে চেয়ে বললেন বড়মামা। বড় মামি পাশেই ছিলেন। বললেন, সেই ভাল, তুমি শহরের ছেলে, ইংরিজি টিংরিজি জানো। তোমার কথা বলাই ভাল। এঁরা তো বুড়োর অর্দ্ধেক কথা বুঝতেই পারেনি। বলা তো দূরের কথা। শুধু ইংরিজি আর হিন্দি, এরা কি বোঝে অত?

বড়মামা ঘর থেকে একখানা ছেঁড়া ডায়েরি নিয়ে এসে পাতা ওল্টাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর বড় ছেলে ন্যাপলা এই প্রথম একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, দাঁড়াও বাবা বলে, তার ঘর থেকে একখানা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এসে ইন্দ্রকে দিল। ইন্দ্র 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মন দিয়ে কার্ডটা দেখল। ঠিকানা, ফোন নাম্বার তো আছেই। ইমেইল আইডিও আছে। কাজের জিনিস। ইন্দ্র কার্ড খানা টপ করে পকেটে পুড়ে নিল। ন্যাপলা বলল, সে বার উনি দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে।

তুমি কি আজই কথা বলতে চাও? বড়মামা আমতা আমতা করে বললেন।

— না বড়মামা, আজ নয়। কাল কলকাতা ফিরে গিয়ে যোগাযোগ করব। তবে আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার আছে।

— কী জিনিস বলো?

দাদু মারা গেছেন গত মে মাসে। তারপর আপনারা ওনার ওই বন্ধুকে খবর দেন। কবে নাগাদ এসেছিলেন উনি এখানে?

— তা হবে... জুলাই, হ্যাঁ জুলাই মাসেই।

— ইন্দ্র চুপ করে গেল। জুলাই থেকে ডিসেম্বর অনেকটা সময়। অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে এরমধ্যে। বড়মামার কনফিডেন্সটা হঠাৎ যেন টেলএণ্ডারের মতো লাগছে। বললেন, কী ভাবছ ইন্দ্র? বলেই না একটু। আমি আর ভাবতে পারছি না। আমাদের সাথে যা করছে করছে। তাই বলে মনার গায়ে হাত তুলল? ওর মা জানতে পারলে ওকে হয়তো আর আসতেই দেবে না কোনোদিন। ইন্দ্র মামাকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, সেরকম কিছু ভাবছি না মামা। আপনি মনার জন্যে মন খারাপ করবেন না। মনাও কিন্তু লোকটার সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে।

৬

কাজ বলে কাজ। পিওর শট খেলে আউট হয়ে গেলে মনের মধ্যে যে কষ্টটা হয়, ইন্দ্র এখন সেরকমই একটা কষ্টে ভুগছে। সকাল তখন নটা, সবাই বাড়ির টানা বারান্দায় মাটিতে সতরঞ্জি বিছিয়ে বসে লুচি ঘুগনি খাচ্ছে। এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে ইন্দ্রর লুচি-ধরা ডানহাতটা মুখের তিন ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ির সদর দরজা ঠেলে এক হাতে ট্রলি ব্যাগ আর কাঁধে প্যারাশুট কাপড়ের বড় ব্যাগ নিয়ে যে ভদ্রলোক ঢুকে আসছেন, তিনি এই বাড়িরই অন্যতম সদস্য, মনার মেজমামা। ভদ্রলোকের নাকি দু দিনের মধ্যে আসার কথাই ছিল। প্লেনে টিকিট পাবেন কিনা নিশ্চিত ছিলেন না বলে কাউকে আগে থেকে জানাননি। গতকাল রাতের ফ্লাইটে ফিরেছেন। রাতটা তাঁর বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়েছেন দমদমে।

মেজমামার কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি সশরীরে সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এটা ইন্দ্রর দমে যাওয়ার আসল কারণ নয়। কথায় কথায় বাড়ি, টাকা পয়সা, রাজুর মনাকে ধমকি দেওয়া সব প্রসঙ্গই উঠেছিল এবং ইন্দ্রকে হতাশ করে মেজমামা বলেছিলেন, এবার দিল্লি গিয়ে তিনি তাঁর ছোটকাকুর বন্ধু মতিলাল শর্মার সাথে দেখা করেছেন। অনেক করে বলেছিলেন, ঠিক আছে, আমরা যখন জিনিসটা আপনার হাতে তুলে দিতে পারছি না, আপনি না হয় ওই টাকার মোটা অংশটা রেখে দিন। আমাদের ছোট একটা পার্ট অন্তত দিন। খুব দরকার আমাদের। কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, তুমি আমাকে অপমান করছ। তোমাদের টাকা আটকে রাখার কোনও বাসনা আমার নেই।

আমার একবার মুখে এসে গিয়েছিল, বাসনা যখন নেইই তখন কেন শুধু শুধু ব্যাপারটাকে জটিল করছেন? আপনি আর কতদিন? আশি পঁচাশির বেশি বয়স। আপনি চোখ বুজলে কে ওই জিনিসের কদর করতে আসবে? আমরা তখন কার কাছে টাকার জন্যে দরবার করব?

দুপুরের খাওয়াটাও জবর হয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খচখচানি রয়েছে বলে ইন্দ্র ঠিক এনজয় করতে পারেনি সেটা। তিনটে নাগাদ হঠাৎ তার মনে হল অমিয়বাবুর সাথে একবার দেখা করা দরকার।

ইন্দ্রলাকে গায়ে জ্যাকেট চাপাতে দেখে মনা ব্যাজার মুখে চাইল।

— কোথায় চললে?

— যাই একটু রোদ লাগিয়ে আসি গায়ে। বুদ্ধিটায় ড্যাম্প লেগে গেছে, বলল ইন্দ্র।

মনা বিছানা চেড়ে উঠল না, মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল সিলিংয়ের দিকে। জ্যাকেটের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট ভরতে ভরতে ইন্দ্র বলল, কী ভাবছিস মনা? ডিটেকটিভ বইয়ের মতো এখানেও একটা সাংকেতিক ছড়া টড়া গোছের কিছু থাকলে মন্দ হত না। মনা হেসে ফেলল।

এবার সে এই কথাটাই ভাবছিল। ইন্দ্রদা কিভাবে যেন মাঝে মাঝেই লোকের মনের মধ্যে কী চলছে সেটা দেখতে পেয়ে যায়। এটা আগেও হয়েছে অনেকবার। মনা কথা বলতে যেতেই তাকে থামিয়ে ইন্দ্র ফের বলল, এবার নিশ্চয়ই ইডিয়টের মতো প্রশ্ন করবি কী করে জানলাম? দাদুর ওই ডায়রিটাকে তুই যেভাবে ঘাঁটছিস মাঝে মধ্যেই, তার থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তুই কিছু একটা সংকেত খুঁজছিস।

এবার মনা করুণ সুরে বলল, ইন্দ্রদা, তোমার কী মনে হয়, কোনো ক্লু ছাড়া তুমি রহস্যটা ধরতে পারবে?

দেখি, চেষ্টা তো চালাচ্ছি। এখানে আজ বিশেষ কিছু করার দেখছি না। বাড়ি ফিরে কয়েকটা এনকয়ারি করে দেখি, কোনও ক্লু বেরোয় কিনা।

অমিয়বাবু তাঁর বাড়ির পিছনের বাগানে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন, আর এক এম রেডিওয় গান শুনছিলেন। ইন্দ্র গিয়ে বলল, আপনার সাথে খেলতে এলাম।

অমিয়বাবু খুশি হয়ে বললেন, এক্সেলেন্ট! চলো একটু দূরেই একটা পার্ক আছে। ওখানে বেঞ্চ আছে। জমিয়ে খেলা যাবে। আজ রোদটাও বেশ কড়া উঠেছে। দাঁড়াও ভজনকে বলি কটা কমলালেবু দিয়ে দিতে।

পার্কটা সত্যিই বেশ সুন্দর। গ্রামাঞ্চলে এত ভাল করে সাজানো আর নিয়মিত যত্ন করা পার্ক ভাবা যায় না। ঘাস সমান করে ছাঁটা। ছোট ছোট গাছগুলো একদম তাজা। বেঞ্চগুলোও ঝকঝকে। রোদ পোহানো আর পিকনিক করার আদর্শ জায়গা বটে এই পার্ক। ওরা খেলা শুরু করার কিছুক্ষণ বাদে একটা ভিখারি গোছের লোক ওদের পাশের বেঞ্চে এসে দিব্যি টানটান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর অমিয়বাবু বললেন, এবার বলো, ইন্দ্রবাবু তুমি কী জানতে চাও? স্রেফ চেজ খেলতে যে তুমি আসনি, সে আমার বুঝতে বাকি নেই।

ইন্দ্র থেমে বলল, একদম ঠিক ধরেছেন। একটা জিনিস জানতে এসেছি।

বলে ফেল, আর শোনো তুমি চাইলে আরামসে আমার সামনে সিগারেট খেতে পারো বা লজ্জা করলে দূরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারো। অমিয়বাবু বিড়ি ধরালেন একটা।

ইন্দ্র সত্যিই লজ্জা পেল। তবে তার এখনই ধূমপানের প্রয়োজন নেই। অমিয়বাবুর বাড়িতে আসার পথে কাজটা সেরে নিয়েছে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গন্ধ পেয়েছেন ওর মুখ থেকে।

অমিয়বাবু তাঁর বিড়িতে একটা সুখটান দেওয়ার পর ইন্দ্র বলল, আচ্ছা মামা, একটা কথা বলুন তো! আপনার কি মনে হয় মামাদের এই ছোটকাকার সত্যিই শেষ বয়সে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

প্রশ্নটা অমিয় বাবুকে একটু বেকায়দায় ফেলল। খানিক ভাবতে হল তাঁকে। তারপর বললেন, এব্যাপারে কি বলি বলো তো! মাথা খারাপ বলতে যে কি বোঝায় তা তো জানি না। ভোম্বলরা বলত, শুনতাম।

— আপনি নিশ্চয়ই ওনাকে বহুবার দেখেছেন শেষের দিকে। আপনার কি তেমন মনে হয়েছে কখনও?

অমিয়বাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল। বোঝা যায় তিনি চোখের সামনে ভেসে ওঠা নানান দৃশ্যকে নতুন করে অ্যানালাইজ করছেন। বেশ কয়েক মিনিট ভেবে নিয়ে বললেন, একটু খিটখিটে মেজাজ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই দুপুরের খাবার ফিরিয়ে দিতেন। দুধ পাউরুটি থাকত নাকি ওঁর ঘরে। তাই খেতেন। এছাড়া কিছু তো...

ইন্দ্র চুপ করে গেছে দেখে এবার ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, এই প্রশ্ন কেন তোমার মাথায় এল বলো দেখি!

ক্রমশ